

দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা সহ তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে এবং শিক্ষা কারিকুলামে শারীরিক শিক্ষার বিষয়টি বাধ্যতামূলক/ঐচ্ছিক করা হবে।

শারীরিক শিক্ষা (Physical Education) শুধুমাত্র খেলাধুলার প্রশিক্ষণ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য।

#### প্রধান প্রয়োজনীয়তা ও কারণঃ

- ✓ শিক্ষার্থীর শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন, ব্যায়াম ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়। স্থবির জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি দিয়ে স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য জীবনধারাজনিত রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।
- ✓ মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোযোগ বৃদ্ধিঃ খেলাধুলা শিক্ষার্থীর স্ট্রেস কমায়, আত্মবিশ্বাস বাড়ায় ও মনোযোগী হতে সাহায্য করে। শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক থাকলে শিক্ষার্থীরা মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কেও সচেতন হয়।
- ✓ শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা ও নেতৃত্বগুণ শেখাঃ খেলাধুলার মাধ্যমে দলগত চেতনা, শৃঙ্খলা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকরা এই গুণগুলো বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।
- ✓ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিভা গড়ে তোলাঃ স্কুল-কলেজ থেকেই প্রতিভা সনাক্ত করে সঠিক প্রশিক্ষণ দিলে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়াবিদ তৈরি হয়। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা ফেডারেশনকে এই প্রতিভা সরবরাহে শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকরা মূল ভূমিকা পালন করেন।
- ✓ পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্য কার্যক্রমে সমন্বয়ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রমে শারীরিক শিক্ষার অংশ রয়েছে, কিন্তু প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাড়া তা কার্যকর হয় না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার উপায়সমূহ নিচে একটি সারণিতে (Table) দেওয়া হলো:

ক্ষেত্র	উপায়সমূহ (কীভাবে দক্ষতা কাজে লাগানো যাবে)	প্রত্যাশিত ফল
১. শিক্ষাক্রম ও পাঠদান	শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি, আঘাত প্রতিরোধ এবং আজীবন ফিটনেস অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা।	শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর জ্ঞান লাভ।
২. পেশাগত উন্নয়ন	খেলাধুলা, ফিটনেস প্রযুক্তি, ও শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর নিয়মিত উন্নত প্রশিক্ষণের (CPD) ব্যবস্থা করা।	শিক্ষকদের দক্ষতা আধুনিকীকরণ এবং ক্লাসে উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
৩. আন্তঃবিভাগীয় সংযোগ	অন্যান্য শিক্ষককে তাদের পাঠে শারীরিক কার্যকলাপ বা ফিটনেস ধারণা অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে ব্যবহার করা।	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সামগ্রিক সুস্থতার সংস্কৃতি তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা।
৪. পরামর্শদাতা ভূমিকা	শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও দলগত কাজ (Teamwork) এর মতো সামাজিক দক্ষতা বিকাশে শিক্ষকদের ব্যবহার করা।	শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
৫. সম্পদ ও সুবিধা	আধুনিক খেলার সরঞ্জামাদি এবং অবকাঠামো (যেমন: জিমনেসিয়াম, খেলার মাঠ) নিশ্চিত করা, যা শিক্ষকদের তাদের প্রশিক্ষিত কৌশলগুলি প্রয়োগের সুযোগ দেবে।	কার্যকর এবং নিরাপদ শিক্ষাদান পরিবেশ নিশ্চিত করা, যা সমস্ত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।
৬. মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি	খেলাধুলার ফলের বাইরেও শিক্ষার্থীদের আচরণগত ও শারীরিক উন্নতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন করা এবং কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া।	শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করা এবং পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি করা।
৭. প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি বা ক্রীড়া কার্যক্রমের নেতৃত্বে শিক্ষকদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা।	শিক্ষকদের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা কাজে লাগানো এবং কর্মসূচির মান নিশ্চিত করা।